# মাঠে - ময়দানে

**দায়িত্বে ইশা**

*প্রথম মহিলা হিসাবে প্রফেশনাল ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দিলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার ইশা গুহ।*

**সতর্কিত নাসির**

*পাকিস্তান ক্রিকেট লিগে হওয়া দুর্নীতির জন্য গঠিত তদন্তকারী দলকে সাহায্য না করায় সতর্ক করা হল নাসির জামশেদকে।*

## অখিলেশের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ সাইনা-জ্বালারা

**লখনউ, ১২ এপ্রিল :** চলে গেলেন ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি অখিলেশ দাশগুপ্ত। ইউপিএ-১ সরকারের মন্ত্রী তথা রাজ্যসভার প্রাক্তন এই সদস্যের বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৬। হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে তার মৃত্যু ঘটেছে বলে পরিবারের সূত্রে জানানো হয়েছে। ২০১০ সালে হওয়া কমনওয়েলথ গেমসের কেলেঙ্কারির জেরে সরে যেতে হয়েছিল তৎকালীন বিএআই সভাপতি ভি কে বর্মাকে। তার স্থলাভিষিক্ত হওয়া অখিলেশ ২০১৪ সালে ফের একবার সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়। পাশাপাশি ব্যাডমিন্টন এশিয়া কনফেডারেশনের সহ-সভাপতিও ছিলেন তিনি। তাঁর আমলে খুবই উন্নতি করে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন। ২০১৪ সালে টমাস-উবের কাপ আয়োজনের সুযোগ পায় ভারত। সৈয়দ মোদী ইন্টারন্যাশনাল একটি সাধারণ টুর্নামেন্টের গণ্ডি ছাড়িয়ে গ্রাঁ প্রি গোল্ডের মর্যাদা পায়। ২০১৩ সালে তাঁর নেতৃত্বেই শুরু হয় ইন্ডিয়ান ব্যাডমিন্টন লিগ। যা দু'বছর পরে নাম পাল্টে হয়ে যায় প্রিমিয়ার ব্যাডমিন্টন লিগ। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বিএআই ট্রাইটারে জানিয়েছে 'আমাদের সভাপতি অখিলেশ দাশগুপ্তের আকস্মিক প্রয়াণে আমরা বিস্মিত ও শোকস্তব্ধ।' অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী বিজয় গোয়েল জানিয়েছেন, 'বিএআই সভাপতি অখিলেশ দাশগুপ্তের প্রয়াণে আমি স্তম্ভিত। তিনি একজন দক্ষ প্রশাসন ছিলেন। তাঁর পরিবার ও পরিজনের প্রতি আমার সমবেদনা জানাচ্ছি।' অন্যদিকে শোক প্রকাশ করেছেন ভারতের দুই শাটলার সাইনা নেহওয়াল ও জ্বালা গুট্টাও। সাইনা ট্যুইট করেন, 'খবরটা একদমই অবিশ্বাস্য। আমাদের প্রিয় সভাপতি আর এই দুনিয়ায় নেই। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।' জ্বালা জানিয়েছেন, 'প্রয়াত সভাপতির পরিবারকে আমার সমবেদনা জানাচ্ছি।' প্রায় ৬ বছর ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের শীর্ষ পদে থাকলেও তাকে ঘিরে কখনই কোনও বিতর্ক দানা বাঁধেনি। সদা হাস্য মুখ এই প্রশাসকের সততা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি কোনওদিন। ফলে যখন ক্রিকেট থেকে বক্সিং, ভারতের সব খেলায় প্রশাসকদের ভিড়ে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে তখন অখিলেশের মতো একজন সৎ ও দক্ষ প্রশাসককে হারানোয় বড় ক্ষতি হবে দেশের ক্রীড়ামহলে, দাবি বিশেষজ্ঞদের।

## পদত্যাগ চিনা ব্যাডমিন্টন দলের হেড কোচের

**বেজিং, ১২ এপ্রিল :** দুই যুগ ধরে জাতীয় দলের দায়িত্ব থাকার পর অবশেষে পদত্যাগ করলেন চিনা ব্যাডমিন্টন দলের কোচ লি ওংবো। চিনের হয়ে ৬টি অলিম্পিকে কোচের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। যদিও লি'র পদত্যাগ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি চিনের ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন। তাঁর সময়কালে ১৮টি অলিম্পিক সোনা জিতেছে চিন। এছাড়াও জিতেছে অসংখ্য আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। যদিও সম্প্রতি ক্রমেই নিচের দিকে গেছে চিনের পারফর্ম্যান্সের গ্রাফ। ২০১৬'র রিও অলিম্পিকে দুটি সোনা পায় চিন। পাশাপাশি গত মাসে হওয়া অল ইংল্যান্ড টুর্নামেন্টে ইতিহাসের জঘন্যতম ফল হয় চিনের। এর জন্যই সরে যেতে হচ্ছে লিকে। একটি চাইনিজ পত্রিকা অনুযায়ী সাম্প্রতিক ব্যর্থতার জেরে কর্তাদের তোপের মুখে পড়েছেন তিনি। আর স্পষ্টভাষী হওয়ায় ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে সরে যেতে হচ্ছে। নিজের পদত্যাগ পত্রে লি জানিয়েছেন, 'এতদিন ধরে এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকায় এখন আমি ক্লান্ত। এবার নতুনদের দায়িত্ব নেওয়ার সময়।' যদিও সোশ্যাল মিডিয়ায় তাকে সমর্থন জানিয়েছেন অনেকেই।

## চেনা ইডেনে আজ অতিথি ঋদ্ধিমান

# মুম্বই যন্ত্রণা ভুলতে মরিয়া নাইট শিবিরের লক্ষ্যে শুধুই জয়

*ইডেনে অনুশীলনে পাঞ্জাব অধিনায়ক গ্লেন ম্যাক্সওয়েল।*

**স্টাফ রিপোর্টার:** মুম্বইয়ের কাছে জেতা ম্যাচ হেরে মুষড়ে পড়লেও অতীত নিয়ে আর ভাবতে রাজি নয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। তাই এবার ঘরের মাঠে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবকে হারিয়ে জয়ের রাস্তায় ফিরতে চায় দু'বারের আইপিএল জয়ীরা।

প্রথম ম্যাচে গুজরাট লায়ন্সকে ১০ উইকেটে হারালেও দ্বিতীয় ম্যাচে আরব সাগরের তীরে মুম্বইয়ের কাছে হারতে হয়েছে কলকাতাকে। ব্যাটে বলে সারা ম্যাচে দাপট দেখালেও শেষ দুই ওভারে জঘন্য বোলিং ও তার সঙ্গে মানানসই ফিল্ডিং ডুবিয়েছে কলকাতাকে। কলকাতার চিন্তা বাড়াচ্ছে ক্রিস লিনের ঢোট। অবশ্য এই অজি ব্যাটসম্যানের চোট নিয়ে নতুন পন্থা নিয়েছে কেকেআর। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে বিরাট কোহলি চোট পেলেও যেমন সব কথা প্রকাশ করেনি ভারতীয় বোর্ড, তেমনই লিনের চোট নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ কেকেআর কর্তারা। এ ক্ষেত্রে বিপক্ষ দলকে আগে থেকে স্ট্র্যাটেজি বানানোর সুযোগ দিতে নারাজ তারা। তবে কলকাতাকে ভরসা দেবে উমেশ যাদবের প্রত্যাবর্তন। ধরমশালায় শেষ টেস্টে খেলার পর উমেশকে বাধ্যতামূলকভাবে বিশ্রামে পাঠানো হয় ভারতীয় বোর্ডের পক্ষ থেকে। সেই সময় সীমা অতিক্রান্ত হওয়ায় এখন থেকে আইপিএলে খেলতে বাধা নেই উমেশের। তিনি দলে ঢুকলে বাদ পড়বেন মুম্বই ম্যাচের ১৯ তম ওভারে ১৯ রান দেওয়া অঙ্কিত রাজপুত। বলা চলে তার জন্যই ম্যাচ হারতে হয়েছিল কলকাতাকে। আর লিন একান্তই খেলতে না পারলে গম্ভীরের সঙ্গে ওপেন করবেন রবীন উথাপ্পা। চতুর্থ বিদেশি কোটায় দলে আসার জন্য সাকিব-আল-হাসানের সঙ্গে জোর লড়াই কলিন ডে গ্র্যান্ডহোমের। ইডেনের উইকেটে এখন অতিরিক্ত বাউন্ড থাকায় নাইট জার্সিতে অভিষেক হতেই পারে এই কিউয়ি অলরাউন্ডারের।

উল্টো দিকে পাঞ্জাবকে তাতাচ্ছে তিন বছর আগের আইপিএল ফাইনাল। সেবার ঋদ্ধির অনবদ্য শতরান সত্ত্বেও পাঞ্জাবের হাত থেকে ট্রফি ছিনিয়ে নিয়ে যায় কেকেআর। তার জ্বালা আজও মেটেনি পঞ্চনদের দেশের রাজাদের। পাশাপাশি লড়াইয়ে রয়েছে ঋদ্ধিরও। নিলামে সুযোগ থাকলেও ঘরের ছেলে ঋদ্ধিকে কিনতে চেষ্টাই করেনি গম্ভীরের কলকাতা। যা নিয়ে চাপা ক্ষোভ থাকা অসম্ভব নয়। যদিও সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সে কথা স্বীকার করলেন না আপাত শান্ত ঋদ্ধি।

আইপিএলের প্রথম দুই ম্যাচে ঘরের মাঠ ইন্দোরে প্রথমে স্মিথের পুণে ও পরে শক্তিশালী বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে শহরে এসেছে পাঞ্জাব। দুরন্ত ফর্মে রয়েছে অধিনায়ক ম্যাক্সওয়েল। ব্যাটে রান পাচ্ছেন অন্যান্যরাও। বল হাতে ভালো ফর্মেই আছেন বোলাররা। সব মিলিয়ে প্রথম হোম ম্যাচে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে কিছুটা ব্যাকফুটেই কেকেআর।

*এক অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়ান প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম টার্নবুল ও ভারতের ক্রীড়ামন্ত্রী বিজয় গোয়েলের সঙ্গে শচীন তেন্ডুলকর।*

## অস্ত্রোপচার মার্ক বাত্রার হাতে

**ডর্টমুন্ড, ১২ এপ্রিল :** শেষ পর্যন্ত অস্ত্রোপ্রচার করতে হল বরুশিয়া ডর্টমুণ্ডের স্প্যানিশ ডিফেন্ডার মার্ক বাত্রার হাতে। মঙ্গলবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে ডর্টমুণ্ড টিম বাসের সামনে বিস্ফোরণ ঘটলে চোট লাগে মার্কের হাতে। তার অস্ত্র প্রচার সফল হয়েছে বলে জানানো হয়েছে ক্লাবের পক্ষ থেকে। এদিকে বিস্ফোরণের পিছনে কে বা কারা রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

## পাহাড়ে পয়েন্ট নষ্ট বাগানের

*সাংবাদিক সম্মেলনের মতো মাঠেও বন্ধুত্বপূর্ণ ফুটবল খেলে পয়েন্ট ভাগাভাগি করল দুই দল।*

**লাজং এফ সি: ১ (দিপান্ডা ৭৮' পেনাল্টি)**
**মোহনবাগান: ১ (জেজে ৭৫')**

**শিলং, ১২ এপ্রিল:** ডার্বির মিথ ভাঙতে পারলেন না সঞ্জয় সেন। শিলংয়ের পাহাড় থেকে এক পয়েন্ট নিয়েই ফিরতে হচ্ছে মোহনবাগানকে।

ডার্বির পরে এই ম্যাচে কোনও পরিবর্তন করেননি সঞ্জয়। লাল-হলুদ বধ করা ফুটবলারদের উপরই ভরসা রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু সাড়ে চার হাজার ফুট উঁচু মাঠে কোনওভাবেই বিপক্ষের উপর চাপ বাড়াতে পারছিলেন না বাগানের ফুটবলাররা। ১৭ মিনিটে দেবজিতের বিশ্বস্ত হাত বাগানের পতন রোধ করে। ২৫ মিনিটে ফের একবার বেঁচে যায় তারা। প্রথমার্ধের ৩৪ মিনিটে একবার সুযোগ পেয়েছিল বাগান। যদিও গোল করতে ব্যর্থ হন ডাফি। দ্বিতীয়ার্ধে আজহারের পরিবর্তে প্রবীর ও বলবন্তের পরিবর্তে জেজেকে নামিয়ে বিপক্ষের গোলমুখ খোলার মরিয়া চেষ্টা শুরু করেন সঞ্জয়। তার ফলেই ৭৫ মিনিটে জেজের গোল। কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার তিন মিনিটের মধ্যেই বিপক্ষকে পেনাল্টি উপহার দেয় বাগান। যা থেকে গোল করতে ভুল করেননি দিপান্ডা।

ময়দানের মিথ অনুযায়ী ডার্বির পরের ম্যাচ জিততে পারে না ডার্বি জেতা দল। এদিনও তার অন্যথা হল না। তবে এদিন ড্র করে ১৫ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে চলে আসল মোহনবাগান।

# ডার্বি ম্যাচে হার নিয়ে বিক্ষোভ ইস্টবেঙ্গলে

**স্টাফ রিপোর্টার:** আই লিগের ফিরতি পর্বে ডার্বি ম্যাচে হার ইস্টবেঙ্গলের। আর তা নিয়ে ঘরে-বাইরে বেশ সমালোচনা চলছে লাল-হলুদ শিবিরে। বুধবার ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে ছুটি ছিল। তবু এদিন সকালে বেশ কিছু লাল-হলুদ সমর্থক গ্যালারিতে বসে বিক্ষোভ দেখান। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরেই আই লিগ অধরা ইস্টবেঙ্গলের।

এবার আই লিগের শুরু থেকেই দাপট ছিল ট্রেভর জেমস মর্গ্যানের দলের। এক সময় তারা লিগ শীর্ষে ছিল। কিন্তু আপাতত ১৫ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লিগ টেবিলে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। শুধু ডার্বি ম্যাচই নয়, তার আগের দুটো ম্যাচেও ইস্টবেঙ্গল হেরেছে অবনমনের আওতায় থাকা চার্চিল ব্রাদার্স এবং চেন্নাই সিটি এফসির বিরুদ্ধে। ফলে শেষ ৩ ম্যাচে হেরে হারের হ্যাটট্রিক করেছে লাল-হলুদ শিবির। ফের আই লিগ হাতছাড়া করায় হতাশ লাল-হলুদ সমর্থকরা। তাই বুধবার অনুশীলন না থাকলেও ক্লাব তাঁবুতে এসে বেশ কিছু সমর্থক বিক্ষোভ দেখান। তাদের ক্ষোভ কোচ মর্গ্যানের উপর। তাই বিক্ষোভের পাশাপাশি লাল-হলুদ সমর্থকদের স্লোগান ছিল 'গো ব্যাক মর্গ্যান' বলে। এর আগে ২০১০-১৩ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলের কোচের দায়িত্বে থেকেও আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হতে ব্যর্থ হয়েছিলেন মর্গ্যান। এবারও কার্যত আই লিগ হাতছাড়া ইস্টবেঙ্গলের। বুধবার অল্প সংখ্যক সমর্থক বিক্ষোভ দেখালেও শুক্রবার সকালে ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে বড় রকমের বিক্ষোভ দেখাতে পারেন সমর্থকরা।

এদিকে চুক্তি অনুযায়ী আগামী মে মাস পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলেই থাকছেন ট্রেভর জেমস মর্গ্যান। এদিন ক্লাব তাঁবুতে আড়াই ঘণ্টার ম্যারাথন বৈঠকের শেষে একথাই জানিয়েছেন ক্লাবের শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকার। ফলে ফেডকাপ পর্যন্ত দায়িত্বে থাকছেন মর্গ্যান।

## সিঙ্গাপুরে লড়ে জিতলেন সিন্ধু

সিঙ্গাপুর, ১২ এপ্রিল : **সিঙ্গাপুর সুপার সিরিজে দিনটা ভাল গেল না ভারতীয়দের জন্য। অধিকাংশ বিভাগেই হারতে হল এদেশের শাটলারদের। প্রথম ম্যাচে জিতেছেন পি ভি সিন্ধু। তিন সেটের কঠিন লড়াইয়ের পর প্রতিপক্ষ নাজোমি ওকুহারাকে তিনি হারিয়েছেন ১০-২১, ২১-১৫, ২২-২০ পয়েন্টে। পরের পর্বে তার প্রতিপক্ষ ফিত্রাইনি ফিত্রাইনি। ছেলেদের সিঙ্গলসে কেন্টা নিশিমতোকে ২১-১২, ২১-১১ পয়েন্টে হারিয়েছেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। জিতলেন সাই প্রণীথও। প্রতিপক্ষ এমিল হোস্টকে তিনি হারালেন ১৭-২১, ২১-০৭, ২১-১৯ পয়েন্টে। মেয়েদের ডাবলসে জিতলেন অশ্বিনী পুনাপ্পা ও সিকি রেড্ডির জুটি। ১৯-২১, ১৯-২১ পয়েন্টে তাদের কাছে হারলেন ইন লু লিম ও ইয়াপ চ্যাং ওয়েনের জুটি। এদিকে নিজ নিজ বিভাগে হেরেছেন সৌরভ বর্মা, সমার বর্মা, ঋতুপর্ণা দাস, মানু আত্রি, সুমীত রেড্ডি, সারা আরাথি, জে মেঘনারা।**

*ওয়েস্টইন্ডিজকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ জিতে নিল পাকিস্তান। সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ২৩৩/৯ রান করে ক্যারিবিয়ানরা। মিডল অর্ডারে সাই হোপ (৭১) ও জেসন মহম্মদ (৫৯) ছাড়া আর কেউই পাকিস্তানি বোলারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। ২টি করে উইকেট নেন মহম্মদ আমির, জুনেদ খান ও শাদাব খান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৪৩.১ ওভারে ২৩৬/৪ রান করে ফেলে পাকিস্তান। অপরাজিত ১০১ রান করেন সোয়েব মালিক। মহম্মদ হাফিজের সংগ্রহ ৮১ রান।*

# দুরন্ত দায়বালা, জুভেন্টাসের ডিফেন্সে ধাক্কা খেয়ে ফিরছে এনরিকের বার্সা

**রোম, ১২ এপ্রিল :** সময়টা মোটেই ভাল যাচ্ছে না বার্সেলোনার জন্যে। লা লিগার অ্যাওয়ে ম্যাচে মালাগার কাছে হারার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের হারল এনরিকের ছেলেরা। ফরোয়ার্ড পাওলো দায়বালার জোড়া গোলে ভর করে বার্সাকে বড় ব্যবধানে হারাল জুভেন্টাস। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের যাত্রাটা মোটেই সুখের হল না কাতালুনিয়ান জায়েন্টদের জন্য।

এক মরশুম আগে এই জুভেন্টাসকেই হারিয়ে ইউরোপ সেরা হয়েছিল বার্সা। শুধু তাই নয়, গুয়ার্দিওয়ালার জামানার শেষে প্রতিপদে অপমানিত হতে থাকায় বার্সা ছেড়ে এই ইতালিয়ান ক্লাবে যোগ দেন ব্রাজিলিয়ান সাইড ব্যাক ড্যানি আলভেস। ফলে দুই দলের মধ্যে লড়াইটা ছিল একেবারেই সম্মানের। এদিন ৪-২-৩-১ ছকেই দল নামিয়েছিলেন জুভের কোচ মাসমিলিয়ানো আলেগ্রি। গোলে নির্ভরযোগ্য জিয়ানলুইজি বুঁফো। ডিফেন্সে আলভেজ, লিয়োনার্দো বোনুচ্চি, জিওর্জিও চিয়েল্লিনি ও অ্যালেক্স সান্দ্রো। দুই স্যাচার মিরালেম পাজনিক ও স্যামি খেদিরার সামনে তিন মিডিও হুয়ান কুয়াড্রাদো, দায়বালা ও মারিও মান্দজুকিচের সামনে একমাত্র ফরোয়ার্ড গঞ্জালো হিগুয়াইন। উল্টো দিকে ছক বদলে ৩-৩-১-৩ ছকে নামা বার্সার গোলে ছিলেন মার্ক-আন্দ্রে তের স্টেগেন। তিন ডিফেন্ডার জেরার্ড পিকে, স্যামুয়েল উমতিতি ও জেরেমি ম্যাথুর সামনে তিন মিডিও সের্গি রবার্তো, জেভিয়ার মাসচেরানো ও আন্দ্রে ইনিয়েস্তা। এদিন তিন ফরোয়ার্ড লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেজ ও নেইমারের পিছনে উইথড্রয়াল হিসাবে ইভান রাকিটিককে খেলান বার্সা কোচ এনরিকে।

নতুন ভূমিকায় একেবারে মানাতে পারেননি পিকে, রবার্তো, রাকিটিকরা। যার পুরো সুযোগ নিলেন জুভের খেলোয়াড়রা। খেলার ৭ মিনিটেই কুয়াড্রাদোর পাশ থেকে গোল করে যান দায়বালা। তার ১২ গজ দূর থেকে নেওয়া শট বার্সার গোলরক্ষককে নড়ারও সুযোগ দেয়নি। ২১ মিনিটে বার্সার নিশ্চিত গোল আটকে দেন বুঁফো। আর এখান থেকে কাউন্টার অ্যাটাকে ব্যবধান ২-০ করে ফেলে সেই দায়বালাই। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৫ মিনিটে পাজনিকের পাশ থেকে করা চিয়েল্লিনির গোল বার্সা কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেয়।

২০১৪ বিশ্বকাপের মতো এদিনও সুয়ারেজকে বোতলবন্দি করে রাখলেন চিয়েল্লিনি। তার দাপটে এদিন খুব একটা সুযোগ তৈরি করতে পারেনি বার্সা। সারা ম্যাচে মাত্র দু'বার বল ধরতে হয় বুঁফোকে। অন্যদিকে উইথড্রয়াল স্ট্রাইকার হিসেবে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে চিহ্নিত করছেন আর্জেন্টাইন ফুটবলার দায়বালা। এদিন দুটি গোল করার পাশাপাশি বিপক্ষের উপর পুরো ম্যাচে চাপ ধরে রাখলেন তিনি। ফরোয়ার্ড লাইনে হিগুয়াইন আরও একটু কার্যকরী ভূমিকা নিলে এদিন গোল ব্যবধান আরও বাড়াতে পারত জুভেন্টাস।

এই ম্যাচ হারার পর বার্সা কোচ হেনরিকে জানিয়েছেন, 'প্রথমার্ধের দুটো গোল এক কথায় আমরা ওদের উপহার দিয়েছি। একজন কোচ হিসাবেও আমার কাছে তার ব্যাখ্যা নেই। ম্যাচটা একটা দুঃস্বপ্নের মতো ছিল। আজ আমাদের ভাগ্য সঙ্গে ছিল না।' অন্যদিকে জুভেন্টাস কোচ আলেগ্রি জানিয়েছেন, 'বার্সার মতো একটা দলকে হারানো কখনই সহজ কাজ নয়। ট্রিন চিট রাখতে পেরে আমি খুশি। আমি ওদের (ফুটবলারদের) ধন্যবাদ জানাতে চাই। ওরা একটা দল হিসাবে এই কঠিন কাজটা করেছে। তবে এখনই আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই। আগের রাউন্ডে ওদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে পিএসজি ৪-০ গোলে জিতেছিল। কিন্তু তারপর কী হয়েছিল তা আমরা সবাই জানি।'

প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে প্যারিস সাঁ জাঁ প্রথম পর্বের ম্যাচে ৪-০ গোলে জিতলেও অ্যাওয়ে ম্যাচে বার্সার কাছে ৬-১ গোলে হেরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায় নিয়েছিল। এই ঘটনার উদাহরণ দিয়েই দলকে তাতানোর চেষ্টা করছেন সমর্থকরা। কিন্তু মেসি-এনরিকেরা ভালই জানেন চমৎকার রোজ রোজ ঘটে না।

*বুঁফোকে ছাড়িয়ে গোল করে ফেলেছে দায়বালা।*

প্রকাশক পার্থ কুণ্ডু কর্তৃক পি-১১, সি. আই. টি. রোড, স্কিম - এল ডি, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ৮১ নীলগঞ্জ রোড, কলকাতা-৭০০ ১০৯ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক : দেবাংশু চক্রবর্তী ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা